মহালয়ার পরেই নতুন সংসদীয় বোর্ড ঘোষণা বিজেপির

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২ অক্টোবর

দলের সাংগঠনিক রদবদলের পর এবার সংসদীয় বোর্ড, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি এবং জাতীয় কার্যকরী কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চায় বিজেপি। জানা গিয়েছে, মোটামুটি ঘরোয়া ভাবে প্রাথমিক তালিকা তৈরি করা হয়েছে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে। তবে মহালয়ার পরেই চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত এবং প্রকাশ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

দলের সংসদীয় বোর্ডের সদস্যদের নাম নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। ১২ সদস্যের সংসদীয় বোর্ডের প্রায় অর্ধেক সদস্যের নাম বাদ দেওয়া হতে চলেছে। দাবি, কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা এবং দলের অন্যতম প্রবীণ নেতা ড. সত্যনারায়ণ জাটিয়াকে বাদ দিতে চলেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। বয়সের কারণে তাঁদের নাম বাদ দিতে চায় দল। নতুন সংসদীয় বোর্ডে মহিলা সদস্য এবং সাধারণ সম্পাদকদের নামও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। দলের দুই প্রবীণ সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়ে এবং সুনীল বনসলের অন্তর্ভুক্তি নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। বর্তমানে ২১ রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে দল। কোনও একজন মুখ্যমন্ত্রীকে অন্তত সংসদীয় বোর্ডে বিজেপি নেতৃত্ব শামিল করতে চলেছেন বলে দাবি।

দলকে সংসদীয় এবং পরিষদীয় বিষয়ে নানা পরামর্শ দেওয়া ছাড়াও বিভিন্ন ইস্যুতে সংসদ ও বিধানসভায় দলের অবস্থান কী হবে, তা স্থির করে সংসদীয় বোর্ড। এছাড়া রাজ্যগুলিতে বিধানসভা নির্বাচনের আবহে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম, নির্বাচনের পর মুখ্যমন্ত্রীর নাম চূড়ান্ত সংসদীয় বোর্ডই করে। বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী-তালিকা চূড়ান্ত করে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি। তবে সংসদীয় বোর্ডের সদস্যরা পদাধিকার বলে নির্বাচন কমিটির সদস্য। সংসদীয় বোর্ডই দলের জোট শরিকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। বর্তমানে সংসদীয় বোর্ডে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা। উল্লেখ্য, শেষ তিনজনই বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি। কমিটিতে রয়েছেন সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বিএল সন্তোষ, বিএস ইয়েদুরাপ্পা, সর্বানন্দ সোনোয়াল, ওবিসি মোর্চার সভাপতি কে লক্ষ্মণ, ইকবাল সিং লালপুরা, সুধা যাদব, সত্যনারায়ণ জাটিয়া।

পাঞ্জাবে নতুন কং সভাপতি পারগত সিং

ভোটের আগে উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে কংগ্রেসের সংগঠনে বড় রদবদল। অজয় রাইকে সরিয়ে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের সভাপতি পদে আনা হয়েছে আরাধনা মিশ্র 'মোনা'কে। কার্যকরী সভাপতি করা হয়েছে ইমরান মাসুদকে। পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক পারগত সিং। অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং ওই পদ থেকে ইস্তফা দেন। জুন মাসে চরণজিৎ সিং চান্নি শিবির অভিযোগ তুলেছিল, প্রদেশ সভাপতি হিসেবে রাজা ওয়ারিং কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে ফেলেছেন। ভোটের আগে দলের কোন্দল মেটানোর উদ্দেশ্যেই শীর্ষ নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত রাজা ওয়ারিংকে সরিয়ে সভাপতি পদে নিয়ে এলেন পারগত সিংকে।

জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে বিক্ষোভ

দিল্লিতে বন্ধ নেট, মেট্রো গেট, আটক হাজারেরও বেশি

আবু হায়াত বিশ্বাস
দিল্লি, ২ অক্টোবর

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে পথে নামলেন বিরোধী দলের নেতা-কর্মী, ছাত্র-যুব সংগঠনের সদস্য ও সমাজকর্মীরা। যন্তর মন্তরের দিকে এগোতেই পুলিশের প্রতিরোধ এবং ধস্তাধস্তি। আটকের সংখ্যা হাজারের বেশি। বিরোধী শিবিরের ছাত্র সংগঠন, সমাজকর্মী ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘিরে অশান্ত যন্তর মন্তর সংলগ্ন এলাকা। এসএফআই, ডিওয়াইএফআই, কংগ্রেসের এনএসইউআই এবং আম আদমি পার্টি, আরজেডি নেতারা বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে আটক হলেন।

বিক্ষোভ চলাকালীন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি, বৃন্দা কারাট, যোগেন্দ্র যাদব, আইসা নেত্রী নেহা বোরাকে আটক করে পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি বাধে। জানা গিয়েছে, দিল্লি পুলিশ হাজারেরও বেশি বিক্ষোভকারীকে আটক করেছে। পরে অবশ্য তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।এদিন দিল্লি পুলিশ আগে থেকেই সতর্ক ছিল। সুরক্ষার কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয় দিল্লির ১২টি মেট্রো স্টেশনের গেট। যন্তর মন্তর ও সংলগ্ন এলাকায় বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট পরিষেবা। জায়গায় জায়গায় বসানো হয় লোহার ব্যারিকেড। বিক্ষোভ ঠেকাতে সেন্ট্রাল দিল্লি কার্যত দুর্গের রূপ নেয়। ছয় স্তরের ব্যারিকেড বসানো হয় যন্তর মন্তরের বিক্ষোভস্থলে। ছিল সিসিটিভির নজরদারি। অশান্তির আশঙ্কায় অশোক রোডে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের বাইরেও মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যক নিরাপত্তাকর্মী।

ককরোচ-বিক্ষোভে মুম্বইয়ে জমায়েতে কয়েক হাজার মানুষ

সংবাদ সংস্থা
মুম্বই, ২ অক্টোবর

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে শুক্রবার বিকেলে মধ্য মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র প্রতিবাদ কর্মসূচিতে কয়েক হাজার মানুষ সমবেত হন। জানা গেছে, পুলিশ এই বিক্ষোভের অনুমতি দেয়নি। তা সত্ত্বেও প্ল্যাকার্ড ও তেরঙ্গা পতাকা হাতে বহু তরুণ-তরুণী সমাবেশে হাজির হন। উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ-সহ আরও অনেকে। শিবসেনা (ইউবিটি) এবং মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা (এমএনএস) সিজেপি-র এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে।

এলাকায় প্রচুর পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পুলিশের পাশাপাশি রেল কর্তৃপক্ষও দাদার স্টেশনের আশপাশে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করেছিল। মাঠের মূল প্রবেশপথগুলিতে আগে থেকেই ব্যারিকেড বসানো হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে এবং যান চলাচল যাতে ব্যাহত না হয় তা নিশ্চিত করতে পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা হয়। প্রতিবাদ চলাকালীন এক বৃদ্ধ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃতের নাম গোপালকৃষ্ণ সুব্বাইয়া পিল্লাই (৭৭)।

এদিন সকালে গান্ধী-জয়ন্তী উপলক্ষে দক্ষিণ মুম্বইয়ে গান্ধীমূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন সিজেপি-র আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) নিয়োগের ক্ষেত্রে সিজেপি স্বচ্ছতার দাবি জানিয়েছে। সেই সঙ্গে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকা স্থগিত রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেছে, এতে যেন আর কোনও 'কারচুপি বা পরিবর্তন' না করা হয়।

জেপিসির সঙ্গে বৈঠক এড়াল সুপ্রিম কোর্ট

বীরেন ভট্টাচার্য
দিল্লি, ২ অক্টোবর

'এক দেশ, এক নির্বাচন' বিষয়ক যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) সঙ্গে বৈঠক এড়ালেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা। সম্প্রতি জেপিসির চেয়ারম্যান প্রেমপ্রকাশ চৌধুরি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সঙ্গে জেপিসি সদস্যদের একটি 'লোকাল স্টাডি ভিজিট'-এর জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ৬ অক্টোবর সেই আলোচনার জন্য সময়ও নির্ধারিত হয়। শুক্রবার কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রককে শীর্ষ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল চিঠি লিখে জানিয়েছেন, বিচারবিভাগীয় কোনও কোনও পর্যালোচনা থাকতে পারে জেপিসির প্রস্তাবিত সংশোধনীতে। ভবিষ্যতে তা বিচার বিভাগের বিবেচ্য হতে পারে। সে-কারণেই এই আলোচনা বাঞ্ছনীয় বা সমীচীন নয়। ফলে ৬ অক্টোবরের প্রস্তাবিত আলোচনা বাতিল।'

'এক দেশ এক নির্বাচন'

বৈঠক বাতিলের বিষয়টি জেপিসি সদস্যদের জানিয়েছেন জেপিসি চেয়ারম্যান প্রেমপ্রকাশ চৌধুরি। পরে তিনি জানান, বিল নিয়ে আলোচনা করা এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল না। আসলে, কমিটির যে সদস্যরা আগে কখনও সুপ্রিম কোর্ট দেখেননি, তাঁদের সুপ্রিম কোর্ট ও তার গ্রন্থাগার দেখানোর জন্যই এই লোকাল ভিজিটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, প্রবীণ আইনজীবী এবং সাংসদ কপিল সিবাল জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে জেপিসির আলোচনার বিষয়টি ক্ষমতা বণ্টনের বিধি-বহির্ভূত।

এসআইআরে বাদ-পড়াদের নাম তুলতে বিশেষ অভিযানে কমিশন

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২ অক্টোবর

এসআইআর শেষ হয়ে যাওয়া রাজ্যগুলিতে ভোটার তালিকায় বাদ পড়া এবং প্রথমবার ভোট দিতে চলা তরুণদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে বিশেষ অভিযান চালানোর নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। ১ অক্টোবর দেশের সমস্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকের পর এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কমিশনের লক্ষ্য, এসআইআরের প্রক্রিয়ায় কোনও যোগ্য ভোটার যাতে তালিকা থেকে বাদ না পড়েন, তা নিশ্চিত করা। জানা গিয়েছে, বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) পুরনো ও নতুন ভোটার তালিকা মিলিয়ে বাদ পড়া যোগ্যদের শনাক্ত করে পুনরায় নাম নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনাচক্রে, এই নির্দেশ এল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির আন্দোলনের আবহেই।

জানা গিয়েছে, বিএলও বর্তমান ভোটার তালিকার সঙ্গে এসআইআরের আগের তালিকা মিলিয়ে দেখবেন। এসআইআর-পূর্বের তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে যাঁদের নাম নেই, তাঁদের পৃথক তালিকা তৈরি করা হবে। এরপর সংশ্লিষ্ট ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের বর্তমান পরিস্থিতি যাচাই করবেন বিএলওরা। যোগ্য হলে নতুন করে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য ফর্ম ৬ পূরণে সাহায্য করবেন তাঁরা। একজন বিএলওকে সপ্তাহে অন্তত ২০ থেকে ২৫ জন ভোটারের বাড়িতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কমিশন। বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের সময় বাদ পড়া ভোটারের পাশাপাশি, প্রথমবার ভোটার হতে চলা এবং তরুণ ভোটারদেরও চিহ্নিত করে ফর্ম ৬ পূরণ করাতে হবে। কমিশনের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হল 'কোনও যোগ্য নাগরিক যেন তাঁর ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন'। কমিশনের বক্তব্য, ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তাই এসআইআরের সময় কোনও যোগ্য ব্যক্তির নাম বাদ পড়লেও পরে ফর্ম ৬-এর মাধ্যমে নাম তোলার সুযোগ রয়েছে।

এদিকে, 'বিশেষ অভিযান'-এ ভোটার তালিকায় পুনর্থিভুক্তির সুযোগ নিয়ে কমিশনের কাছে বিশদ ব্যাখ্যা চাইলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তিনি কমিশনকে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছেন, আপিল ট্রাইবুনালগুলিতে বিচারাধীন থাকা ২২.২১ লক্ষ আবেদনকারী কি এই বিশেষ অভিযানে পুনরায় ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য ফর্ম ৬ জমা দিতে পারবেন? ভোটার তালিকা সংশোধন ও পুনর্নথিভুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অধিকার এবং প্রক্রিয়া নিয়ে যাতে কোনও বিভ্রান্তি না থাকে, সে জন্য নির্বাচন কমিশনের অবস্থান স্পষ্ট করা প্রয়োজন বলে তাঁর বক্তব্য। তবে, কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, আপিলে যাঁদের নাম বিচারাধীন, তাঁরা এর আওতার বাইরে।

৮৮ জনের আবেদন জমা ৬ নম্বর ফর্মে

আজকালের প্রতিবেদন

গোয়া

এসআইআরে ভোটারদের নাম বাদ নিয়ে বিতর্ক যখন তুঙ্গে, তখন গোয়ায় নতুন করে তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় তোলার জন্য ৬ নম্বর ফর্ম জমা দিলেন ৮৮ জন ভোটার। সেই আবেদনগুলি গৃহীত হয়েছে বলে জানিয়েছেন গোয়ার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে গোয়ার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সময় ৯৭ জনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। গোয়ার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এই নামগুলি দিল্লিতে কমিশনের দপ্তরে পাঠালেও কীভাবে, কারা নামগুলি ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিলেন, সেই প্রশ্ন নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছিল। সে-কারণেই চাপের মুখে তাঁদের নতুন করে ৬ নম্বর ফর্ম জমা দিতে বলা হয়েছিল।

কমিশন আগেই জানিয়েছে, বাদ পড়া ভোটারেরা তালিকায় নতুন করে নাম তোলার জন্য ৬ নম্বর ফর্মে আবেদন করতে পারবেন। বৃহস্পতিবার গোয়ার সিইও অফিস তাদের রিপোর্টে জানিয়েছিল, যে ৯৭ জনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে তিনজনের পর্তুগিজ পাসপোর্ট। বাকি ৬ জন দেশের বাইরে। ফিরলে তাঁদের নাম তালিকায় তোলা হবে। সিইও অফিস জানিয়েছে, কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী গোয়ায় বাদ পড়া সব যোগ্য নাগরিকের নাম তালিকায় ঢোকানোর জন্য বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হবে। তোলা হবে তরুণ ও প্রথমবারের ভোটারদের নামও। এর আগে গোয়ার সিইও বলেন, বুথ স্তরের অফিসারেরা আলাদা করে ওই ৯৭ জন ভোটারের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য ৬ নম্বর ফর্ম সংক্রান্ত সহায়তা দিয়েছেন। গোয়ার সিইও অফিস জানিয়েছে, নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা থাকলে যোগ্য ভোটারদের নাম তালিকায় তোলা সহজ হবে।

বাঁক অফ বরোদা Bank of Baroda

শিলিগুড়ি রিজিওনাল অফিস
হোমল্যান্ড বিজনেস সেন্টার
৪ নং ফ্লোর, থার্ড মাইল, সেবক রোড
শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৮

সেবক রোড শাখা, ১৯৪, মঙ্গল জ্যোতি বিল্ডিং
সেবক রোড, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) সহ পঠনীয় পরিশিষ্ট-IV অনুসারে]

যেহেতু, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সেবক রোড** শাখার অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (৩/২০০২)-এর ১৩(২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৯.০৬.২০২৬** তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক **₹৩৬,১৬,৯৫১.৩২/-** **(ছত্রিশ লক্ষ ষোল হাজার নশো একান্ন টাকা এবং বত্রিশ পয়সা মাত্র), তৎসহ ২৫.০৬.২০২৬ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ + অপরিষেবিত সুদ + জটিল সুদ + অন্য আইনি খরচ ও অন্য চার্জ তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচ** পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতা **মিঃ বসিরুদ্দিন শেখ ও মিসেস ফরিদা বিবি**-এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতার জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৯-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্ট-এর ১৩ ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১ অক্টোবর, ২০২৬** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাকে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন অর্থাঙ্ক **₹৩৬,১৬,৯৫১.৩২/-** **(ছত্রিশ লক্ষ ষোল হাজার নশো একান্ন টাকা এবং বত্রিশ পয়সা মাত্র), তৎসহ ২৫.০৬.২০২৬ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ + অপরিষেবিত সুদ + জটিল সুদ + অন্য আইনি খরচ ও অন্য চার্জ তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচ** সমেত **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সেবক রোড শাখা**-র প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

রুবি টাওয়ার নামে বেসমেন্ট + ১৫ বহুতল বিল্ডিংয়ের ফ্লোর ১৪-তে ফ্ল্যাট নং ০৬ এর সমবন্ধক, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৭২৭ বর্গফুট, বিল্ডিংয়ের বেসমেন্টে ৮০ বর্গফুটের কার পার্কিং স্পেস সহ যার অবস্থান: নর্থ সিটি, সেবক রোড, মৌজা ডাবগ্রাম, শিট নং ৮, প্লট নং ৩৩২/৮৭১, খতিয়ান নং ৫৫৩, প্লট নং ৩৬৫ ও ৩৬৫/১০৯০, খতিয়ান নং ৫৭২ ও প্লট নং ৩৩২/৬৯৫, খতিয়ান নং ৫৫২ ও ৫৫৪, প্লট নং ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৪৪/৮৭৭, ৩৩২/৮৭২, ৩৩৩/৮৭৩, ৩৪৪/৮৭৬, ৩৪১/৮৭৫, ৩৪৭/৮৭৮ ও ৩৪৮/৮৭৯, খতিয়ান নং ৫৫১/১, জে এল নং ২, থানা ভক্তিনগর, শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীন, জেলা জলপাইগুড়ি, সম্পত্তিটি মিঃ বসিরুদ্দিন শেখ ও মিসেস ফরিদা বিবির নামে। চৌহদ্দি (দলিল অনুসারে) : উত্তর: পি সি মিত্তল বাস স্ট্যান্ড ও অন্যদের জমি; দক্ষিণ: প্লট নং ৩৬৫ ও ৩৬৫/১০৯০-এ বিক্রেতার বাকি জমি, পুর রাস্তা, কুণ্ডু ব্রাদার্স ও অন্যদের জমি; পূর্ব: সেবক রোড, মহেন্দ্র বনশল ও অন্যদের জমি ও বাড়ি; পশ্চিম: ফাঁকা প্লট নং ৩৬১ ও আর্মি ক্যাম্প।

তারিখ: ০১.১০.২০২৬ — চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: শিলিগুড়ি — ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

কেনরা ব্যাঙ্ক Canara Bank — সিন্ডিকেট Syndicate

স্পেশালাইজড অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট শাখা
সার্কল অফিস, কৌশল্যা চেম্বার্স, পি পি কম্পাউন্ড, মেন রোড, রাঁচি-৮৩৪০০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
[১৩(৪) নং ধারা)]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু:

কানাড়া ব্যাঙ্ক, এসএআরএম রাঁচি শাখা-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট ৫৪/২০০২) (এখানে এর পরে উক্ত অ্যাক্ট হিসাবে উল্লিখিত)-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা **মিঃ শুভ্র রঞ্জন মিশ্র, মিঃ বি ডি মিশ্র ও মিসেস লামি মিশ্র** (এখানে পরে উক্ত **ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা** হিসাবে উল্লিখিত)-এর প্রতি ০৮.০৭.২০২৬ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, **২৪.০৬.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে ₹২৫,৪১,১৩৫.০৩ (পঁচিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার একশো পঁয়ত্রিশ টাকা ও তিন পয়সা মাত্র),** তৎসহ ভবিষ্যতের সুদ আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতার জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮ ও ৯-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬** তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাকে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন **২৪.০৬.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে ₹২৫,৪১,১৩৫.০৩ (পঁচিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার একশো পঁয়ত্রিশ টাকা ও তিন পয়সা মাত্র)** তৎসহ ভবিষ্যতের সুদ সমেত কানাড়া ব্যাঙ্ক-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

০৩.১২.২০১০ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ২৯৬২-তে উল্লিখিত ৮.৭৫ ডেসিমেল জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার অবস্থান: রঘুনাথপুর, মৌজা বড়াবাড়ি, জে এল নং ১৬৭, আর এস খতিয়ান নং ৩৫৮, আর এস প্লট নং ২৮৪, কানালি, জেলা পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি:** পূর্ব: পার্থসারথি ব্যানার্জির কেনা জমি; পশ্চিম: বিক্রেতার জমি; উত্তর: ক্রেতার আজ ক্রয়কৃত জমি; দক্ষিণ: ডঃ হাঁসদা বাবুর ক্রয়কৃত জমি। সেরসাই আইডি: ৪০০০৫৭১৫২২৯৬

তারিখ: ২৯.০৯.২০২৬ — **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: রাঁচি — **কানাড়া ব্যাঙ্ক**

যুকো ব্যাঙ্ক UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)

জোনাল অফিস, শিলিগুড়ি
হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-নিলাম নোটিস

স্থাবর সম্পত্তি এবং অস্থাবর পরিসম্পদ/সামগ্রীর বিক্রির জন্য ই-নিলামের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি
ই-নিলামের তারিখ: ১২.১১.২০২৬

১২.১১.২০২৬ তারিখে দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে প্রতি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে https://www.baanknet.com ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে ই-নিলাম আয়োজিত হবে।
ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ ও সময়: ১২.১১.২০২৬, দুপুর ১২টে পর্যন্ত

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৬(২) ও রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ সমেত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে **স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) বিক্রির ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।**

এতদ্দ্বারা বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ইউকো ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি ও অস্থাবর পরিসম্পদ/সামগ্রী ইউকো ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক প্রতীকী/ বাস্তবিক দখল [নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির বর্ণনার পাশে প্রযোজ্যমতো দখলের প্রকৃতি উল্লেখ করা হয়েছে] নিয়েছেন এবং এই ব্যাঙ্কের বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য উক্ত সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'সেখানে যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে ১২.১১.২০২৬ তারিখে** বিক্রি করা হবে।

স্থাবর সম্পত্তিগুলি ও অস্থাবর পরিসম্পদ/সামগ্রীর বিবরণ

ক্রম নং	শাখা এবং অ্যাকাউন্টের নাম	সম্পত্তি/পরিসম্পদ/সামগ্রীর বিবরণ এবং সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম	ক) অনাদায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ	সংরক্ষণ মূল্য: ইএমডি / বিড বাড়ানোর মূল্য	পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	ই-নিলামের তারিখ ও সময়
১.	**শাখা:** পুরন্দরপুর শাখা (০৬৭৩) **১. অ্যাকাউন্টের নাম:** মেসার্স জননী রাইস মিল **অংশীদার(গণ) : ১.** মিঃ চিত্তপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় **২.** মিঃ অভিপ্রিয় চ্যাটার্জি **জামিনদার(গণ) :** ১. মিসেস মধুমিতা চ্যাটার্জি **২.** মিসেস মুনমুন মুখার্জি **অ্যাকাউন্ট নম্বর:** ০৬৭৩০৫১০০০৫৪২২ ০